১৫ বিএসএফ সদস্যের লাশ হস্তান্তর

রৌমারী হইতে আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ॥ গতকাল শুক্রবার রৌমারী বড়াইবাড়ি ও হিজলাবাড়ি সীমান্ত এলাকা ছিল শান্ত। সীমান্ত সংঘর্ষে নিহত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের লাশ ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্ত শেষে দুপুরে ১৫টি লাশের কফিন জামালপুরের কামালপুর সীমান্তে আনা হয়। এখানেই রাতে কফিনগুলি বিএসএফ-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। লাশ হস্তান্তরকালে বিডিআর কর্তৃপক্ষের নিকট বিএসএফ কর্মকর্তা জানাইয়াছেন, তাহাদের আরও তিনজন সদস্য নিখোঁজ রহিয়াছে। এজন্য একটি যৌথ টিম গঠনের প্রস্তাব দিয়াছে বিএসএফ।

গতকাল শুক্রবার কুড়িগ্রামের রৌমারী বড়াইবাড়ি বিডিআর ফাঁড়ি সংলগ্ন পাটাধোয়া, ভুলিয়ারচর, বারবান্দা এলাকায় এখনও বাতাসে লাশ পচা গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। ভারত সীমান্ত বরাবর বিএসএফ-এর ব্যাপক সমাগম ও সতর্কাবস্থায় থাকায় বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতে কোন লোকজন যাইতে পারিতেছে না। অনেকের ধারণা, ধান ক্ষেতে আরও লাশ আছে। এই সব লাশের পচা গন্ধই বাতাসে ছড়াইতেছে। গতকাল শুক্রবার ভোর রাত হইতে বিএসএফ লাল পতাকা অপসারণ করিয়া সাদা পতাকা উঠাইয়াছে। বিকালে জামালপুরের কামালপুর সীমান্তে বিডিআর ও বিএসএফের উচ্চ পর্যায়ের পতাকা বৈঠক শুরু হইয়াছে। পতাকা বৈঠক চলাকালে বিডিআর লাশগুলি হস্তান্তরের প্রস্তাব দেওয়ার পর সন্ধ্যায় নিহত ১৫ জন বিএসএফ-এর লাশ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পতাকা বৈঠক ও লাশ হস্তান্তরের আগে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ব্যাপক গুলীবর্ষণ করিয়াছে। এই সময় ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়িতে উড়িতেছিল লাল পতাকা। কুড়িগ্রামের সীমান্ত বরাবর বিডিআরের ৩৫টি সীমান্ত ফাঁড়িতে বিডিআর সতর্কাবস্থায় রহিয়াছে।

এদিকে গত মঙ্গলবার রাতে রৌমারী বড়াইবাড়ি ও হিজলবাড়ি বিডিআর ফাঁড়িতে বিএসএফ-এর আকস্মিক আক্রমণ, গুলীবর্ষণ ও ভারী মর্টার শেলিং-এ আশপাশের বেশ কিছু ঘরবাড়ী পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ছিঁড়িয়া বিএসএফ-এর জোয়ানরা আক্রমণ করে। বড়াইবাড়ি ও হিজলাবাড়ি বিডিআর ফাঁড়ির সীমান্ত ঘেঁষা ৩০টি গ্রামের মানুষ ঘর-বাড়ীতে এখনও ফিরে নাই। কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রৌমারী এলাকায় অবস্থান করিতেছেন।

শেরপুর সংবাদদাতা জানান, কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী সীমান্তে বিএসএফ-বিডিআর সংঘর্ষের কারণে শেরপুর জেলার শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতি ও নালিতাবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ ও আতংক বিরাজ করিলেও সেখানকার পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রহিয়াছে। তবে জেলার একমাত্র স্থল বন্দর নাকুগাঁওয়ে গত তিনদিন যাবৎ মালামাল আমদানী-রপ্তানি বন্ধ রহিয়াছে। ফলে জ্বালানি কয়লার মূল্য টনপ্রতি ৬ শত টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

তাইওয়ান উপকূলে ব্যাপক সামরিক মহড়া

তাইওয়ানে একটি ব্যাপক সামরিক মহড়ায় হাজার হাজার সৈন্য অংশগ্রহণ করিতেছে। বিবিসি জানায়, তাইওয়ানের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলে একটি কাল্পনিক চীনা আক্রমণ মোকাবিলার জন্যই এই নকল হামলা চালান হইতেছে। কামান, হেলিকপ্টার, গানশিপ, যুদ্ধ বিমান এবং যুদ্ধ জাহাজের পাশাপাশি তাইওয়ানে তৈরী মাল্টি ব্যারেল রকেট লাঞ্চারও এই মহড়ায় ব্যবহার করা হইতেছে। ইহাই প্রথম এ ধরনের রকেট লাঞ্চার জনসমক্ষে নিয়া আসা হইতেছে। চীন উদ্বিগ্ন হইতে পারে সে জন্য গত বছর বড় ধরনের কোন সামরিক মহড়া হয় নাই। মার্কিন গোয়েন্দা বিমান নিয়া চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও এবার তাইওয়ানে এই সামরিক মহড়া হইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্র হইতে তাইওয়ানের অস্ত্র ক্রয়ের একটি প্রস্তাব অনুমোদনের ঠিক আগেই শুরু করা এই মহড়ায় বিশ্লেষকরা বলিতেছেন, তাইওয়ান সকলকে দেখাইতে চাহিতেছে দ্বীপটির নিরাপত্তা কতটা প্রয়োজন। তাইওয়ানে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টির একজন সদস্য মাইকেল চিয়াং বলেন, তাইওয়ানের দৃষ্টিকোণ্ হইতে সবচাইতে বড় সম্ভাব্য হুমকি আসিবে চীনের নিকট হইতে। চীন কখনও বলিতেছে না যে, তাহারা বলপূর্বক হামলা চালাইবে না। তাই আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে হইবে।

বিএনপি ও উহার সহযোগীরাই রমনার বটমূলের হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত

মোহাম্মদ নাসিম

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও স্বরাষ্ট্র-ডাক-টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম রমনার বটমূলের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা ও হত্যাকান্ডের ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে দায়ী করিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন, উহার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, খালেদা জিয়ার এই বক্তব্য 'ঠাকুর ঘরে কে-রে, আমি কলা খাই না'-এর মতই দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হইয়াছে কাহারা এই বোমা হামলা ও হত্যাকান্ড ঘটাইয়াছে? প্রকারান্তরে এই বক্তব্য দিয়া খালেদা জিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে, বিএনপি ও উহার সহযোগীরাই রমনার বটমূলের হত্যাকান্ডের সহিত জড়িত।

বিবৃতিতে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরিয়া আসার মুহূর্ত হইতেই বিএনপি একটি নির্বাচিত সরকারকে অসাংবিধানিক কায়দায় ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য হরতাল-সন্ত্রাস-ধর্মঘট চালাইয়াও দেশবাসীর সমর্থন না পাইয়া খালেদা জিয়া ও তাহার মিত্ররা প্রকাশ্যেই বলিয়াছে 'আওয়ামী লীগকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা যাইবে না'। এমনকি তাহারা একথাও বলিয়াছে যে, 'পঁচাত্তরের পনেরই আগষ্টের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া' অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে হত্যা করিয়া হইলেও পিছনের দরজা দিয়া ক্ষমতা দখল করিবে। এই লক্ষ্যেই গত পৌনে ৫ বছর যাবৎ খালেদা জিয়ার বিএনপি ও তাহাদের মিত্র রাজাকার-আলবদররা দেশের অভ্যন্তরে একের পর এক বোমাবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস চালাইয়া যাইতেছে। তদন্তে আজ একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, কাহাদের মদদে ও কোন ব্যক্তির যোগসাজশে যশোরে উদীচীর হত্যাকান্ড ঘটানো হাইয়াছে। কিন্তু দুঃখজনক যে, উচ্চ আদালতের বিচার কার্যক্রম স্থগিত হওয়ার কারণে বিএনপি'র প্রভাবশালী নেতাসহ অভিযুক্তদের বিচার না হওয়ায় তাহারা আরও দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছে। বিএনপি'র প্রত্যক্ষ মদদে অশুভ শক্তিগুলি সম্প্রতি বোরকা পরিয়া সাতকানিয়ায় দুইজন যুবলীগ নেতাকে হত্যা করিয়াছে, চট্টগ্রামে ব্রাশফায়ারে ৮ জন ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যা করিয়াছে, ইহারাই পল্টনে সিপিবির সমাবেশে বোমা হামলা চালাইয়া মানুষ হত্যা করিয়াছে। একের পর এক ১২, ২৪, ৭২, ৯৬ ঘন্টা হরতাল ডাকিয়া বোমাবাজি করিয়া পাখির মত মানুষ মারিতেছে। যানবাহন পোড়াইতেছে। বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে ও মদদেই স্বাধীনতা বিরোধী, উগ্র সাম্প্রদায়িক ও ধর্মব্যবসায়ী অশুভ শক্তি মরণ আঘাত হানার জন্য উদ্যত হইয়াছে।

সিলেটে স্পীকারের কর্মব্যস্ততা

সিলেট অফিস ॥ জাতীয় সংসদের স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলিয়াছেন, বর্তমান সরকারের নজীরবিহীন উন্নয়ন তৎপরতায় দিশাহারা হইয়া কয়েকটি বিরোধী দল অহেতুক ইস্যুবিহীন হরতাল দিয়া জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত করিতেছে। তিনি গতকাল শুক্রবার সদর উজেলার বাদাঘাট সেতুর কাজ এবং টুকেরবাজার নদী ভাঙ্গন রোধ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনকালে সমবেত জনতার উদ্দেশে এই কথা বলেন।

স্পীকার বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে।

চলমান উন্নয়ন কাজ পরিদর্শনকালে স্পীকারের সহিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আলফাক আহমদ, মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, মকসুদ আহমদ প্রমুখ।

নগরীতে ২ বোমাবাজ গ্রেফতার

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ হত্যা, রাহাজানি, সন্ত্রাস ও বোমাবাজিসহ ৯টি মামলার পলাতক আসামী বোমাবাজ মহসীনকে পুলিশ গতকাল শুক্রবার বনগ্রাম এলাকা হইতে গ্রেফতার করে। একই দিনে সুত্রাপুর থানার পুলিশ বোমা প্রস্তুত ও সরবরাহকারী এবং এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী বলিয়া কথিত ইমতিয়াজ আহমদ বুলবুলকে (৩৫) কে,এম, দাস রোড হইতে গ্রেফতার করে। তাহাদের বিরুদ্ধে সুত্রাপুর থানায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংবাদদাতা ॥ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আব্দুল আহাদ চৌধুরী রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি গতকাল শুক্রবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার চান্দপুর তমিজউদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধা-জনতা সমাবেশে ভাষণ দানকালে এই আহ্বান জানাইয়া বলেন, একাত্তরে ঘাতক রাজাকার, আলবদর ও যুদ্ধাপরাধীরা আজ দেশে ষড়যন্ত্র করিতেছে। বোমা মারিয়া দেশের সাধারণ মানুষ হত্যা করিতেছে। তাহাদেরকে প্রচলিত আইনে নয়, বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার করিতে হইবে।

তিনি যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম, আমিনীসহ তাহাদের দোসরদের বিচারের দাবী জানান। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক শক্তি পরাজিত শক্তি ও রাজাকাররা আজ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদেরকে যে-কোন মূল্যে রুখিতে হইবে।

তিনি আগামীতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে নির্বাচিত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধা ও জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের কার্যকরী কমিটির সদস্য প্রকৌশলী সামসুজজোহা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট লুৎফুল হাই সাচ্চু, মুক্তিযোদ্ধা হারুনর রশীদ দুলাল প্রমুখ।